আলমডাঙ্গায় বোমা ফাটিয়ে জমি দখলের চেষ্টা: গ্রামবাসীর হাতে ১০ জন আটক

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বাঁশবাড়ীয়া গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন জমি জোরপূর্বক দখলের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। জমি দখলের সময় বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় গ্রামবাসীরা ১০ জনকে আটক করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে সোপর্দ করেছেন।

বুধবার (২৪ জুন) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে বাঁশবাড়ীয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একদল ব্যক্তি হিন্দু সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন জমি দখলের উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থলে প্রবেশ করে। এ সময় তারা আতঙ্ক সৃষ্টি করতে কয়েকটি বোমা সদৃশ বস্তু বিস্ফোরণ ঘটায় বলে অভিযোগ করেন এলাকাবাসী। বিকট শব্দে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয় লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে জড়ো হন।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে গ্রামবাসীরা দখলচেষ্টার প্রতিবাদ জানিয়ে অভিযুক্ত ১০ জনকে আটক করেন। পরে খবর পেয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং আটক ব্যক্তিদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেন।

ঘটনার পর থেকে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে একটি মহল ওই জমি দখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

অস্বকীর করে দখল রাখতে চেষ্টা অব্যহত রাখেন। ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শরিফুল গং দের বোঝানোর একাধিক বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে আমাকে আদালতের আশ্রয় নিতে পরামর্শ দেন। এরই প্রেক্ষিতে গত ১৫/০৩/২০২৬ইং তারিখে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, কুষ্টিয়াতে আমি আমার ভাইবোনদের পক্ষে বাদী হয়ে মামলা দায়ের করি যার নং-দৌলতপুর মিস: ১৫৪/২৬ এবং বিবাদীগণ। বিবাদীরা হলেন -শরিফুল, আশরাফুল, সাজ্জাদ, সিরাজুল, জামু, লিয়াকত, পিতা-জালী শেখ, মনিরুল ,আসাদুল, রাজ্জাক, খাইরুল, রিপন।

মামলার পর আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারির আদেশ দেন এবং ২০ মে বিবাদীদের কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করেন।

পরে বিবাদীরা আদালতে হাজির হয়ে জবাব দাখিলের জন্য দুই মাস সময় প্রার্থনা করলে আদালত আগামী ২১ জুলাই ২০২৬ তারিখ ধার্য করেন।

তার অভিযোগ, আদালতের ১৪৪ ধারা জারির পরও বিবাদীরা সংঘবদ্ধভাবে তা অমান্য করে জমিতে প্রবেশ, ভয়ভীতি প্রদর্শন, বাগানের আম-কাঁঠাল পেড়ে নেওয়া এবং অন্যান্য ফসল সংগ্রহে বাধা সৃষ্টি করছে। ফলে তারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

এ বিষয়ে স্থানীয় কয়েকজন জানান, দীর্ঘদিন ধরে তারা ওই জমিতে কাজ করতে দেখেছেন বাদীপক্ষকে। তাদের ভাষ্য, কয়েক মাস আগে থেকে জমি নিয়ে বিরোধ শুরু হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই তারা জমিটি হাসানুজ্জামান বাবুদের পরিবারের দখলে দেখে আসছেন।

জমির লিজগ্রহীতা আক্তার বলেন, “দুই বছর ধরে লিজ নিয়ে জমিতে ঘাষের আবাদ করছি। জমিতে কাজ করতে গেলে প্রতিপক্ষের লোকজন গালিগালাজ ও হুমকি দেয়। জমির মূল মালিক বাবু ভাই আমাদের আইনের আশ্রয় নিতে বলেছেন এবং কোনো সংঘাতে জড়াতে নিষেধ করেছেন।”

অভিযুক্ত পক্ষের শরিফুলকে জমির খাজনার কাগজপত্র দেখাতে বলা হলে তিনি তা উপস্থাপন করতে পারেননি।

এসময় বলেন, “কাগজপত্রে যদি জমি আমাদের হয়, তাহলে আমরা তা নেব। অন্যথায় নেব না। আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। আদালত যা সিদ্ধান্ত দেবেন, আমরা সেটাই মেনে নেব।”

বেড়া দিয়ে জমি দখলের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “আগে আমাদের দেওয়া বেড়া ছিল। তারা ১৪৪ ধারা জারির পরও সেই বেড়া সরিয়ে

ফেলেছে। তাই আমরা পুনরায় বেড়া দিয়েছি।”

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দৌলতপুর থানার এএসআই বিপ্লব হোসেন জানান, ঘটনার তদন্ত করে গত ৮ জুন দণ্ডবিধির ১০৭/১৭৭ (সি) অনুয়ায়ী প্রতিবেদন দাখিল করেছি। বিবাদীপক্ষরা আইন অমান্য করে আদালতে বিচারাধীন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বাদি পক্ষের জমি দখল করার পাঁয়তারা করছে বলে প্রতিয়মান হওয়ায় প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়েছে।

আদালত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে বিবাদীদের গ্রেফতারের পরোয়ানা জারি করবেন বলে আশা করি।

মেহেরপুরে এক আসামির তিন বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

মেহেরপুরে জাল দলিল সংক্রান্ত মামলায় হানেফ মহলদার নামের এক আসামিকে তিন বছরের কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। অনাদায়ে আরও ৩০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার সূত্রে জানা যায়, সাহারবাটি মৌজার আরএস খতিয়ান নং ২১২১ ভুক্ত জমির মালিক ছিলেন আসামির পিতা মৃত ওয়াজ বক্স। ওয়াজ বক্স ওই জমি বিক্রির ঘোষণা দিলে বাদী ও বাদীর ভাই ওমর আলী তা ক্রয়ের জন্য সম্মতি দেন। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালের ৯ অক্টোবর ৮৮০৯ নং দলিল মূলে বাদীর স্ত্রী মোছা. শাহানারা খাতুন এবং ওমর আলীর স্ত্রী মোছা. মনোয়ারা খাতুনের নামে মোট ৪৬ শতক জমি ক্রয় করা হয়। দখল প্রদানকালীন আসামি হানেফ মহলদার ওই দলিলের সনাক্তকারী ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর আসামি উক্ত জমির ২১ শতক দখল করে নেয়। বাদীপক্ষ কারণ জানতে চাইলে আসামি ১৯৮৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে ১০১৪৪ নং একটি দলিল প্রদর্শন করে দাবি করে যে, তার পিতা ওয়াজ বক্স ওই জমি তার নামে দলিল করে দিয়েছেন। কিন্তু তদন্তে দেখা যায়, উক্ত বছর সর্বশেষ দলিল নম্বর ছিল ৮৯৪৮ এবং ১০১৪৪ নং কোনো দলিলই বিদ্যমান

নয়।

এছাড়া, আসামি জাল দলিলের ভিত্তিতে নিজের নামে নামজারি করে নেয়, যা পরবর্তীতে সহকারী কমিশনার (ভূমি), গাংনী তদন্ত শেষে ১৬ নভেম্বর ২০২১ তারিখে বাতিল করেন এবং দলিলটি জাল বলে ঘোষণা দেন।

বাদীপক্ষ পুনরায় সাহারবাটি বাজারে স্থানীয় সাক্ষীদের উপস্থিতিতে আসামিকে জমি ছাড়তে বললে আসামি পুনরায় জাল দলিল ও নামজারি কাগজ দেখিয়ে জমির মালিকানা দাবি করে।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে আসামির বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন। রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

দর্শনায় জমি দখল ও প্রাণনাশের হুমকির প্রতিবাদে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা ঘুঘু ডাঙ্গায় ৫ দিন ধরে ৩টি পরিবার অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। ফলে তারা ঘর থেকে বের হতে পারছেন না এবং স্কুল ও মাদরাসায় যেতে পারছে না মমিনসহ ওই তিনটি পরিবারের সদস্যরা।

সেলিম কসাই ও নাসির কসাই গংয়ের বিরুদ্ধে জমি দখল ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ তুলে ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে দর্শনা পুরাতন বাজার দোয়েল চত্বরে এ মানববন্ধনে ভুক্তভোগী পরিবারসহ এলাকাবাসী অংশ নেন।

ভুক্তভোগী মমিন অভিযোগ করে বলেন, আমাদের পৈতৃক জমি দীর্ঘদিন ধরে সেলিম কসাই ও নাসির কসাই গং দখল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবাদ করায় আমাদের পরিবারকে নিয়মিতভাবে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন ইয়াছিন, জোসনা, ফাতেমা, রনি, জাহিদুল, খাদিজা, লামিয়া, আব্দুল্লাহ ও রানা সহ ভুক্তভোগী পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, আমরা ন্যায়বিচার চাই। প্রশাসনের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে জমি উদ্ধার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয়রা অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহীদ তিতুমীরের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

কালীগঞ্জে জমি দখল ও লুটপাটের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বসতভিটা দখল ও লুটপাটের অভিযোগ করেছেন এক ভুক্তভোগী পরিবার। পরিবারটির দাবী বিজ্ঞ আদালত একাধিকবার তার পক্ষে রায় দিলেও পতিত সরকারের সাবেক এমপি আনারের দোসর আব্দুল ওহাব নামে এক ব্যক্তি তার বসত ভিটা দখলে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন কালীগঞ্জ উপজেলার নলডাঙ্গা ইউনিয়নের ফয়লা গ্রামের মৃত খোরশেদ আলমের ছেলে লতিফুল আলম। সংবাদ সম্মেলনে তার স্ত্রী জেবা বানু ও বোনের শ^শুর ওসমান আলী উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে রফিকুল আলম বলেন, কালীগঞ্জের পাইকপাড়া গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে সাবেক এমপি আনারের দোসর আব্দুল ওহাব বিভিন্ন সময় চাপে ফেলে তার বাড়ি দখল করার চেষ্টা করেন। এ নিয়ে আদালতে একাধিক মামলা চলমান।

আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও আব্দুল ওহাব ও তার সহযোগীরা

গত বছরের অক্টোবর মাসে তার স্ত্রীকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেন এবং মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন।

লতিফুল আলম দাবি করেন, তিনি আদালতে করা একাধিক মামলায় রায় পেয়েছেন। আদালত আব্দুল ওহাবকে উক্ত জমিতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও তা অমান্য করে তার বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়। ঘটনাটি পুলিশকে জানালে স্থানীয় থানার কর্মকর্তারা মালামাল নিতে বাধা দেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, মামলার তদন্ত প্রভাবিত করতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব খাটানো হচ্ছে। এমনকি সেনাবাহিনীর স্থানীয় একটি ক্যাম্পে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে বাড়ি ছাড়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। তিনি দাবী করেন, নিজের বসতভিটা রক্ষায় তিনি একাধিকবার আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন, কিন্তু প্রভাবশালী মহলের কারণে ন্যায্য বিচার পেলেও বাড়ি রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জমির দখল নিতে প্রকৃত মালিকের বিরুদ্ধে ধইঞ্চা কাটার নাটক

৪০ বছরের ভোগ দখল করা জমি হঠাৎ অবৈধ দখল নিতে প্রকৃত মালিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা নাটক সাজিয়ে একটি চক্র। ধইঞ্চা কাটার অভিযোগা ও মিথ্যা মামলা দিয়ে জমি দখলের অপচেষ্টা চালাচ্ছে ওই চক্রটি।

তারা সাংবাদিক সম্মেলন করে জমির মালিককে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালিয়েছে। ঘটনাটি গাংনী উপজেলার নলগাড়ি মাঠে ঘটেছে।

এনিয়ে গতকাল শনিবার দুপুরে জমির উপর সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন জমির মালিক হেলাল উদ্দীন মাস্টার। এসময় তেরাইল, জোড়পুকুরিয়া ও দুলর্ভপুর গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জমির মালিক হেলাল উদ্দীন বলেন, ১০১৫ দাগে আমার দাদার নামে ক্রয়সূত্রে ৫৫ শতক জমি রয়েছে। আমার দাদা জোড়পুকুরিয়া গ্রামের আহমেদ আলী, আবুল হোসেন, ইসমাইল হোসেন ও তাদের

এ বিষয়ে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “এখনো পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

মুজিবনগরে জমির দখল নিতে রাতে কলাগাছ কেটে দেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মানিকনগর গ্রামে জমির দখল নিতে রাতে ১২ কাঠা জমির প্রায় ২৫০টি কলাগাছ কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ফরজ আলী ও আরোজ আলী নামের দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে।

বৃহস্পতিবার (২৯ মে) মানিকনগর গ্রামের মৃত এরশাদ আলীর ছেলে সাত্তক আলী মুজিবনগর থানায় এই অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগে সাত্তক আলী জানান, বুধবার (২৮ মে) ফরজ আলী ও আরোজ আলী বল্লভপুর মৌজার এস.এ ৭৪৭ নং দাগভুক্ত ১ একর ৩৪ শতক জমি জোরপূর্বক মাপজোক করে দখল করেন। তিনি ও তার ছোট ভাই সাদেক এ বিষয়ে প্রতিবাদ করলে অভিযুক্তরা অস্ত্র দেখিয়ে খুন ও জখমের হুমকি দেন। পরিস্থিতি খারাপ দেখে তারা ঘটনাস্থল থেকে সরে আসেন।

সাত্তক আলীর দাবি, উক্ত জমিতে তার প্রায় ১৫০০টি কলাগাছ ছিল। রাত ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে ২৫০টি কলাগাছ কেটে ফেলায় তার প্রায় দেড় লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। প্রতিবাদ জানাতে গেলে অভিযুক্তরা পুনরায় প্রাণনাশের হুমকি দেন।

সংবাদকর্মী সরেজমিনে গিয়ে দেখেন, মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের মসজিদের পেছনে প্রায় ১২ কাঠা জমির কলাগাছ গোড়া থেকে কেটে ফেলে রাখা হয়েছে।

অভিযুক্ত ফরজ আলী অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, “আমি সরকারি চাকরিজীবী, বর্তমানে বান্দরবানে কর্মরত। কলাগাছ কাটার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। উল্টো তারা আমাদের জমি দীর্ঘদিন ধরে দখল করে রেখেছে। জমির খারিজ-খাজনা আমাদের নামে। সম্প্রতি জমি

[redacted] [redacted] [redacted] [

জমি দখল করেছেন। যার মধ্যে ছিলেন, আব্দুল্লাহ ওরফে বাবু, সাইফুল ইসলাম, আঃ ছাত্তার, আমির হোসেন।

তিনি আরো বলেন, তফসীল বর্ণিত জমি নিয়া বিবাদীরা ইতিপূর্বে কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ করেন। ওই অভিযোগে পেক্ষিতে কোটচাঁদপুর থানা থেকে ঘটনাটি তদন্তে সরজমিনে যান। এরপর উভয় পক্ষের কাগজপত্র যাচাই অন্তে আমার জমির পরিমাণ ও ভোগ দখল সঠিক আছে বলে বিষয়টি নিষ্পত্তি করিয়া দেন। বিবাদীরা ওই মিমাংসা অমান্য করে জোর পূর্বক অবৈধভাব ভাড়াটি সন্ত্রাসিদের সহযোগিতায় দখল করে নিয়েছেন।

বলেছেন, এরপরও যদি ওই জমির পাশে যায়,তাহলে তারা আমার ও আমার পরিবারের মানুষদেরকে মেরে ফেলবে। বর্তমানে আমি ও আমার পরিবার তাদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্তায় দিন যাপন করছি। এ ব্যাপারে তিনি সুষ্ট তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। সাথে সাথে ওই জমি ফেরত পেতে সহায়তা ও অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

বিষয়টি নিয়ে আব্দুল্লাহ ওরফে বাবু বলেন, ওইটা আমার মায়ের জমি। ওয়ারিশ সুত্রে আমি পেয়েছি। আমি কারোর জমি দখল করি নাই। তারাই জমি দখল করে নিয়েছেন। তারা আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন, সেটা মিথ্যা।